সমকাল

তারিখ ০2 SEP 2015
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

শাবিপ্রবি টার্নিং পয়েন্ট হোক

ড. আবদুল্লাহ ইকবাল

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রায়ই দেখা যায়, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহোদয়গণ বিভিন্ন আন্দোলনের মুখে নিজ কার্যালয়ে অবরুদ্ধ থাকেন। এ যেন উচ্চশিক্ষার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানগুলোর এক অনিবার্য সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, এ রকম পরিস্থিতি কি একান্তই কাম্য কিংবা অনিবার্য ছিল? সৃষ্ট সংকট বা দাবিগুলো কি উপাচার্য মহোদয়কে অবরুদ্ধ না করে অন্য কোনোভাবেই কি সুমাধান করা যায় না? আর উপাচার্য মহোদয়গণই-বা এমন হবেন কেন? তারা কি এই পরিস্থিতি এড়াতে পারেন না? সবার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে কি এসবের সমাধান করা সম্ভব হয়ে ওঠে না? নাকি ধরেই নেন যে, উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে গেলে দু-একবার অবরুদ্ধ বা অন্যান্য কর্মসূচির সম্মুখীন হতেই হবে? এ রকম পরিস্থিতির জন্য দায়ীই-বা কারা? তবে যেভাবেই ঘটে থাকুক বা যার ক্ষেত্রেই ঘটুক বিষয়গুলো যে মোটেও দৃষ্টিনন্দিত নয় এ ব্যাপারে মনে হয় সবাই একমত পোষণ করবেন। এসব অনাকাঙ্ক্ষিত ও বিব্রতকর পরিস্থিতির সামাল দিতে গিয়ে অনেক সময় সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সরাসরি হস্তক্ষেপও করতে হয়। কখনও কখনও সরকারও বিব্রতকর হয়ে পড়ে! সম্প্রতি এমনই জটিল ও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির শিকার শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি)। গত কিছুদিন ধরেই শিক্ষক-উপাচার্যের মুখোমুখি অবস্থান চলে আসছিল। ফলে শিক্ষামন্ত্রী নিজে উদ্যোগ নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করেছেন, কিছু পদক্ষেপও নিয়েছেন। এত কিছুর পরও সংকটের সমাধান হয়নি। একজন উপাচার্যের জন্যই যদি এত সব সমস্যা হয়ে থাকে, তাহলে তাকে স্বপদে বহাল রাখার দরকার কী? অন্যরা যদি পছন্দ না করেন, তাহলে নিজেই-বা স্বপদে বসে থাকবেন কেন? সরকারই-বা নির্বিকার কেন? অভিযোগ ওঠার স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সরিয়ে দিয়ে অন্য কাউকে নিয়োগ দিলে হয়তো শাবিপ্রবির আজকের এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না। শিক্ষার্থীদের বেঁচে যেত অনেক মূল্যবান সময়। কয়েক মাস আগে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলায়ও এমনই দেখা গেছে। গত কয়েক বছরে বুয়েট, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলায়ও এমনটি দেখতে হয়েছে। কিন্তু কেন? একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে কি একজন বা কিছু ব্যক্তি সরকারের কাছে বড় বা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে? নাকি ব্যক্তির ক্ষমতা অনেক বেশি হয়ে পড়ে যে, গায়ের জোরে টিকে থাকতে পারেন? একজন উপাচার্যের কাছে একটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার জিম্মি হয়ে থাকবে কেন? বিশ্ববিদ্যালয় তো জনগণের সম্পত্তি, কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তির কারণেই সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রায়শই ঘটছে অনভিপ্রেত ঘটনা। অনেক সময় সম্মানিত শিক্ষকদেরও হতে হয় লাঞ্ছিত বা অপমানিত, যা কখনোই কারও কাছে কাম্য নয়। ঠিক এমনটিই ঘটেছে শাবিপ্রবিতে। শিক্ষকদের সংশ্লিষ্টতার কারণে অতীতে এমন অনেক ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের কর্তৃক শিক্ষক লাঞ্ছিত হওয়ার মতো ঘটনাগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটেই চলেছে। এর সর্বশেষ সংস্করণ দেখতে হয়েছে শাবিপ্রবিতে। অতীতে এমন ঘটনা ঘটলেও শাবিপ্রবির ঘটনা সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছে! উপাচার্যের পক্ষ নিয়ে দল বেঁধে, পরিকল্পিত উপায়ে, স্লোগান দিয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষক লাঞ্ছিত করার মতো ঘটনা মনে হয় এর আগে ঘটেনি। এরপরও কি উপাচার্য স্বপদে বহাল থাকার যোগ্যতা রাখেন?

● সহযোগী অধ্যাপক, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
iqbal21155@bau.edu.bd